চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১২.০২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনারে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
নারীস্বাস্থ্য রক্ষায় বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ ক্যান্সারের ভ্যাকসিন দিচ্ছে চসিক

জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কিশোরীদের বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ ক্যান্সারের এইচপিভি ভ্যাকসিন দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (ভ্যাকসিন বিভাগ)-এর যৌথ উদ্যোগে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ডা. শাহাদাত হোসেন। জনস্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. জাহেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (ভ্যাকসিন বিভাগ)-এর সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার (ভ্যাকসিন) মোহাম্মদ আমিনুর ইসলাম।

মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে জরায়ু-মুখ ক্যান্সারের রোগী দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবছর এই রোগে প্রচুর নারী মারা যাচ্ছে, আবার অনেক নারী নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে। জরায়ু-মুখ ক্যান্সারের ভয়াবহতা থেকে বাংলাদেশের নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এইচপিভি টিকা। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেনশনের যৌথ উদ্যোগে চসিকের স্কুলগুলোর ছাত্রীদের বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে ক্যাম্পেইন করেছি। আমি কাপাসগোলা স্কুল ও অন্যান্য আরও কয়েকটি স্কুলে গিয়েছি। আমি তাদের শতভাগ নিশ্চিত করেছি এই টিকাটি পাওয়ার জন্য। এছাড়া, ইনসেপ্টা প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমনকি এই ইউনিভার্সিটির শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের নারী সদস্যদেরও কম মূল্যে এইচপিভি টিকা দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এজন্য ইনসেপ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মেয়র আরও বলেন, এরকম প্রোগ্রাম শুধুমাত্র এখানে আবদ্ধ না রেখে পুরো চট্টগ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। আপনারা যে সাশ্রয়ী মূল্যে এই টিকা দিচ্ছেন এটাও জনগণকে জানাতে হবে। আমরা যতক্ষণ না জানাতে পারব, ততক্ষণ তারা এটা নেবে না। এখানে অনেকসময় অনেক ভীতি কাজ করে যে, এটা নিলে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে কিনা, কোনো সমস্যা হবে কিনা। তাদেরকে বোঝাতে হবে, এই টিকা জীবন রক্ষার জন্য, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির বলেন, ৯-৪৫ বছরের নারীরা জরায়ু-মুখ ক্যান্সারের ঝুঁকিতে রয়েছে। এটা নীরব ঘাতক ব্যাধি। এইচপিভি টিকার মাধ্যমে এই রোগ আমাদের দেশ থেকে নির্মূল করতে হবে।
জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ডাঃ মুক্তা খানমের সঞ্চালনায় সেমিনারটি পরিচালনা করেন বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ আমিনুর ইসলাম। সেমিনারে বলা হয়, এই সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশে নারীদেরকে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতন করা, স্ক্রিনিং-এর আওতায় নিয়ে আসা এবং ভ্যাকসিন গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগের প্রতিরোধ করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগ প্রতিরোধের জন্য বদ্ধ পরিকর। এই সংস্থা বৈশ্বিক কৌশল ৯০-৭০-৯০ অবলম্বনে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চায়।
সভাপতির বক্তব্যে ড. মো. জাহেদুল ইসলাম ইনসেপ্টাকে এরকম একটি যুগোপযোগী, গুরুত্বপূর্ণ, লাইফ-সেভিং সচেতনতামূলক প্রোগ্রামে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম। রেগুলার চেকআপ, ডাক্তারের প্রয়োজনীয় উপদেশ মেনে চলা এবং এইচপিভি টিকা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের নারীসমাজকে এই রোগের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারি।
সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ইনসেপ্টার চট্টগ্রাম সেলস অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ম্যানেজার সুরঞ্জিত বৈদ্য। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ডা. সরোয়ার আলম, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির স্থাপত্য বিভাগের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট স্থপতি প্রফেসর সোহেল এম শাকুর, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের সহকারী ডিন প্রফেসর এম. মঈনুল হক, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান তানজিনা আলম চৌধুরী, লাইব্রেরিয়ান মো. কাউছার আলম ও ইনসেপ্টার এরিয়া ম্যানেজার মোশাররাফ হোসেন।

পীস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের ‘বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য খেলা-ধুলায় অংশগ্রহণ প্রয়োজন

পীস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের ‘বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ আজ বুধবার চট্টগ্রাম নগরীর কাতালগঞ্জ, পাঁচলাইশে অবস্থিত একটি মনোরম টার্ফে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদত হোসাইন বলেন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য। এটি শুধু বিনোদন নয়, বরং নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমের মানসিকতা গড়ে তোলে। বর্তমান যুগে শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ‘চট্টগ্রামে এখন সেভাবে মাঠে খেলার কোনো সুযোগ নেই। পীস স্কুলের বার্ষিক এমন উদ্যোগ শিশুদের সেই অভাবকে কিছুটা লাঘব করবে। তিনি আরো বলেন হেলদি সিটি ও হেলদি লাইফ গঠনে আমাদের কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।”কোয়ালিটি উইথ মুর‍্যালিটি’ স্লোগানে আয়োজিত ‘অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিট’এ অংশ নেয় প্রতিষ্ঠানটির দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীরা আলাদাভাবে অংশ নিয়ে মেতেছিল নিজেদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখানোর উৎসবে। দিনটি ছিল শিক্ষকুশিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আনন্দু উচ্ছ্বাসের উপলক্ষ।জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয় এ চমৎকার আয়োজনের। বিভিন্ন রঙের বেলুন, ফেস্টুন, ব্যানার আর শিক্ষকুশিক্ষার্থীদের পরনে নির্দিষ্ট ‘স্পোর্টস ড্রেসে’ টার্ফ প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে বর্ণিল ও জমজমাট। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রামের সম্মানিত সচিব প্রফেসর ড. এ.কে.এম সামছু উদ্দিন আজাদ এবং আলহাজ্ব শামসুল হক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পীস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান মো: মাহফুজুর রহমান, এক্সেকিউটিভ সেক্রেটারি মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ চৌধুরী, একাডেমিক হেড জনাব আখতার হোসেন এবং হেড অব স্কুল অধ্যক্ষ মুহাম্মেদ তোফায়েল আজমসহ অন্যরা।
এ সময় প্রফেসর ড. এ.কে.এম সামছু উদ্দিন আজাদ বলেন, ’অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এই দিনের জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের শিক্ষার্থীরা খুব প্রতিভাবান। পড়াশোনার ফাঁকে স্বল্প সময়েও তাঁরা ক্রীড়াদক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হয়। যা সত্যি প্রশংসনীয়।’

বিশেষ অথিতির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন বলেন, ‘পীসের সাথে আমার সম্পর্ক অনেক আগ থেকেই। আমি এরকম ইসলামিক স্কুলের স্বপ্ন দেখি। এ ধরণের পদক্ষেপকে আমরা প্রমোট করি। তিনি আরো বলেন, ছাত্রছাত্রীদের এরকম আয়োজনে সম্পৃক্ত রাখতে পারলে তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।’এদিন মোট অর্ধশতাধিক ইভেন্টে অংশ নেয় পীস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে ছিল ৬০ ও ১০০ মিটার দৌড়, মার্বেল দৌড়, বস্তা দৌড়, ঝুড়িতে বল সংগ্রহ, বল নিক্ষেপ ইত্যাদি। তিনটি (ইবনে সিনা, ইবনে খালদুন ও ইবনে তাইমিয়া) জোনে ভাগ করে গ্রুপভিত্তিক খেলা পরিচালিত হয়।প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র শিক্ষিকা শেহরিন মাহমুদ এবং এরাবিক শিক্ষক মুরাদ হোসেনের ধারাভাষ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ব হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। উৎসবের আমেজ ছিল অভিভাবক গ্যালারিতেও। আয়োজনের সার্বিক দিক নিয়ে পীস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের সম্মানিত চেয়ারম্যান মো: মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘যেকোনো সফলতা অর্জনের জন্য দরকার সাহস ও সংকল্প। এ বার্তাটিকে সামনে রেখেই এবার পীস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। কারণ, খেলাধুলার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ঘটে।’ তিনি আরও বলেন, ‘মনের প্রশান্তি না থাকলে পড়াশোনায় মন বসবে না। তাই মাঠকেন্দ্রিক খেলাধুলা যেমন ব্যক্তিগত অধ্যয়নে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করে, ঠিক তেমনি মাত্রাতিরিক্ত গেজেটুআসক্তি থেকেও দূরে রাখে। ভবিষ্যতে স্পোর্টসকে কারিকুলামে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।’
দুই শতাধিক শিক্ষার্থী তাদের প্রত্যাশার পদকের জন্য লড়াই করে। পুরো আয়োজন তদারকি করার পাশাপাশি বিজয়ীদের গলায় পদক পরিয়ে দেন স্কুলটির হেড অব এন.সি কাউসার রহমান, নুরুদ্দিন সাহেল, হেড অব এ.আই.এস ছমির উদ্দীন এবং জুনিয়র সেকশনের কো অর্ডিনেটর তাহমিনা হাবিবসহ অন্যরা। দিনব্যাপী আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন স্কুলটির শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮